দৈনিক বাংলা

055

তারিখ 8 FEB 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো

মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র ভর্তি

১৯৮৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ায় তাদের পরবর্তী ভর্তি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এদিকে ভর্তিযোগ্য ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে আসন সংখ্যা তেমন বাড়ানো হয়নি তদুপরি 'ওয়েটিং লিস্ট' ব্যবস্থা বাতিল করে যোগ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ আরো সীমিত করে দেওয়া হয়েছে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা প্রথমে অনুষ্ঠিত হওয়ায় এখানে সর্বাধিক ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করেছে। ১৯৮৬ সালে পাস করা ছাত্রদের সংগে পূর্ববর্তী বৎসর পাস করা অনেক ছাত্রও এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনেক ছাত্রছাত্রী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, আর্কিটেকচার কিংবা অন্য কোন উচ্চ শিক্ষা যতনে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে নির্বাচিত হলে ব্যক্তিগত পছন্দের কারণে সেসব প্রতিষ্ঠানেই চলে যাবে। ফলে মেডিক্যাল কলেজে অনেক আসন শূন্য হয়ে পড়বে। পূর্বে এসব শূন্য আসন মেধা সারে ওয়েটিং লিস্ট থেকে পূরণ করা হতো। কিন্তু এবছর ওয়েটিং লিস্ট রাখা হবে না বলে আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায় শূন্য হওয়া আসনগুলি কি শূন্যই থেকে যাবে? আমরা মনে করি এমনটি কিছুতেই হওয়া উচিৎ নয়। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আবেদন শূন্যই ওয়েটিং লিস্ট না রাখার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুণ। এবং দেশে চিকিৎসক সংখ্যার মারাত্মক অপ্রতুলতার কথা চিন্তা করে প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে এবার অন্ততঃ ৫০টি করে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়াও সকল শূন্য আসন পরীক্ষার্থীদের 'ওয়েটিং লিস্ট' থেকে মেধা সারে পূরণ করুণ। এতে এই দরিদ্র দেশের মেডিক্যাল কলেজ সমূহে প্রাপ্ত সম্পদের যেমন সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হবে তেমনি অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ লাভ করে হতাশার কবল থেকে মুক্তি পাবে।

ডঃ আবুল হাসান শামসুদ্দিন
৭/জি সোবহানবাগ ঢাকা।